শিক্ষা সমাজ দেশ

বর্তমান অবস্থার সোজাসাপটা ফয়সালা

– ড. হাসনান আহমেদ

বাংলাদেশ মানেই সমস্যার আধার। কোনো সমস্যাই প্রাকৃতিক নয়– মনুষ্যসৃষ্ট। নিজেদের দুর্মতি ও দুষ্কর্মের ফলে যত সমস্যার সৃষ্টি, দোষ দিই অদৃষ্টের। মানুষ্যসৃষ্ট সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়– আগে নিজেকে ইতিবাচক বদল করতে হয়, নিজে বদল হলে দেশ আপনা-আপনি বদলে যায়। আমরা নিজেকে বদল না করে অন্যকে বদল হতে বলি। তখন সবকিছু পূর্বাবস্থায় রয়ে যায়। আসলেই এমন উর্বর সুজলা-সুফলা দেশ পৃথিবীতে বিরল। স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের মহান রাজনীতিকরা নিজেরা দুর্বুদ্ধি অর্জন করেছেন; দিনে দিনে জনগোষ্ঠীকে কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি দিয়ে অতি চালাক ও জন-আপদে পরিণত করে ফেলেছেন। আত্মজিজ্ঞাসার বড় অভাব। যোগ্যতা অর্জন করবো না, অগত্যা হাতের কাছে জবাবদিহিতাহীন রাজনীতিকে ধনী হবার সহজ পথ ভাববো। বিকল্পে অনেকে সহজ পথে নামমাত্র কিছু লেখা ও পড়া শিখে এদেশে মরার জায়গা না পেয়ে অবৈধ পথে বিদেশ যেতে গিয়ে ভুমধ্যসাগরে নৌকা ডুবিতে মরবো, কেউ মরবো দালাল ধরে বিদেশে যাওয়ার নামে বনে-জঙ্গলে আটক হয়ে মুক্তিপণ দিয়ে, বৈধ পথে যাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি তাই।

আমাদের মেধা আছে, মেধার উপযুক্ত চর্চা নেই, পরিবেশ নেই। সবই আমরা অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিই, অথচ মরি কর্মফলে, দূরদর্শিতার ও জ্ঞানের অভাবে। সবাই বেশি বুঝি, বেশি মাতব্বর। মাতব্বর হতে গেলে দূরদর্শিতার যোগ্যতা থাকা চায়, তা নেই। কেউ কারো কথা বুঝতে ও শুনতে চায় না। বুঝমতো না চলতে চাইলে কী আর করার আছে! ফলে পরিণতি যা হবার তা হয়। এর যৎসামান্য আজ একে একে বলি:

১.

বেশ কয়েকদিন আগ থেকেই নতুন দল গঠনের কথা শুনছি; যদিও এদেশে মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অগণন, কাকের সংখ্যার সাথে তুলনীয়। অধ্যাপক ড. ইউনুস অতীতে একবার রাজনৈতিক দল গড়ার ঘোষণা দিয়ে পরে পিছিয়ে এসেছিলেন। তার চিন্তায় সুমতি এসেছিল বলে আমারা বুঝি। দুর্মতিতে আবারও ধরবে না, এটাও বিশ্বাস করি। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে দায়িত্ব নিয়ে বড্ড দায়তে পড়ে গেছেন বলে অনেকে তাকে অনেকভাবে সমালোচনা করছে। অথচ তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়িত্ব নিয়েছেন; এখন আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কথাটা আমরা বুঝতে চাই না? তিনি তো দায়িত্ব নিয়ে দায়তে পড়ে যাননি! দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তো আমরা সবাই দায়তে পড়ে যাব। তবে কিছুসংখ্যক বিতর্কিত লোককে উপদেষ্টা হিসেবে সরকারে নেওয়া ভুল হয়েছে কিনা ভেবে দেখতে পারেন। আবার পনেরো বছর ধরে সোনার সংসার পাতা শেখ হাসিনা ওয়াজেদের অনেক কর্মকর্তা উপদেষ্টাদের অনেকের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করছেন, তাই কাজ হচ্ছে না– এ কথাও তো বাজারে চাউর হয়েছে; সত্যতাও নিশ্চয়ই আছে। দায়িত্বে অবহেলা করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভদ্রতা ও উদারতা দেখানোর কোনো সুয়োগ এখানে নেই।

আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবে বলে সামাজিক মাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। সমীকরণ মিলছে না। সকল পক্ষকে নিয়ে আন্দোলন করে এক দলে পরিণত হয় কি করে? স্ব স্ব দলের রাজনীতি করে এক দলের ছাতার তলে সবাই কি আসবে? বিপ্লবে যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আমৃত্যু আহত হয়েছেন, সবই কি নতুন দল গঠনের জন্য? হাজামজা দুর্গন্ধযুক্ত-দেশধ্বংসের লুটপাট-বিকৃত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে নতুন রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তনের জন্য। সমাজ পচে গেলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়, ঝামেলা সেখানেই: সবার সদিচ্ছা জরুরি। এরা নতুন দল গঠন করা মানে সাধারণ মানুষের সাথে ও যে সব রাজনৈতিক দল সঙ্গে থেকে বিপ্লবে অংশ নিয়েছে, তাদের সাথে নির্মম মশকারা করা। এদেশের চলতি সামাজিক বিশ্লেষণে এটা বলা যায় যে, যারাই ক্ষমতার লোভে নতুন দলে ভিড়বে, আগামী দুই-এক বছরের মধ্যে দলীয় কোন্দলের ফলে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি নিশ্চিত হবে। নতুন দল গঠনের আগে মানুষের সোসিও-সাইকোলজিক্যাল দিকটা ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

অনেক ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে দেশ-মুক্তির বিপ্লব তখন সাধারণ একটা রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত হবে। একসাথে যুদ্ধ করে তখন ভাইয়ে ভাইয়ে ভোটযুদ্ধ, গালাগালি, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ, সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এদেশের বিদ্যমান স্বভাবের মতো কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যাবে। বিপ্লবিদের তখন মর্যাদা কোথায় থাকবে? সাধারণ ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বুড়ো আঙুল দেখানোর শামিল হবে। পতিত শক্তি হাসবে। তার চেয়ে তারা ও অনাগত ছাত্রছাত্রীরা দেশরক্ষা, শিক্ষা ও দেশোন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ দেশচালকদের ওয়াচডগ ও প্রেসার গ্রুপ হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দলীয় বৈষম্যবিরোধী অরাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন হিসেবে কাজ করে যেতে পারে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে। দেশে পর পর দুটো জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে। সেখানে ছাত্র-নেতাদের কেউ কেউ অংশ নিতে পারে। তাদের লেখাপড়া না করে অকালেই বড় রাজনীতিবিদ হওয়ার বাসনা আত্মঘাতের শামিল হবে। ছাত্রছাত্রীরা রাজনৈতিক দল গড়বে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ কেউ সেই দলে যোগ দিয়ে দেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা করবেন, বাস্তবে কোনো ফলোদয় হবে না। তারা শতেক দলের অপপ্রচারের মধ্যে হরিয়ে যাবেন।

২.

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে এ কলামে বারবার লিখছি। কোনো লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। এদেশে যারা মূল্যবান পদে কর্মরত, তাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস কম। কেউ যদি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তদবির করে বিশেষভাবে কোনো লেখা পড়াতে পারেন সেটা আলাদা কথা। নইলে সময় কোথায়! অন্য কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কাট-পেস্ট করা নয়, বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, পরিবেশ প্রভৃতি ভিন্ন; অথচ বাংলাদেশিদের জাতীয় সত্তার মধ্যে ভিনদেশী অপসংস্কৃতিকে বাচ-বিচার না করে দেদারসে ঢুকানো হচ্ছে। এতে বাংলাদেশিরা অন্য কোনো জাতিসত্তার সাথে মিশে যাবার উপক্রম হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থাও আলাদা হতে হবে, যাতে বাংলাদেশিরা আন্তর্জাতিক মানসম্মত সুশিক্ষায়, নীতি-নৈতিকতায়, আদর্শে, দেশপ্রেমে ও কর্মে আলাদা স্বকীয় সত্তায় বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারে। প্রথমেই বাংলাদেশিদের জাতি-গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ উদ্দেশের বাঞ্ছিত দর্শন ঠিক-ঠিকভাবে মনে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে হবে। তারপর অন্য কাজ। শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রধান সমস্যা। জটিল পাঠদান পদ্ধতি, অবাস্তব মূল্যায়ন পদ্ধতিও পরিত্যাজ্য– সাধারণ ও সহজসাধ্য করা সম্ভব। সবকিছুর জন্য একটা যুতসই স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ফলো-আপ প্রক্রিয়া মজবুত হতে হবে; নইলে টাকা খরচ করে সব আয়োজন অতীতের মতোই পণ্ডশ্রম হবে। কোনো বিষয়ের অধ্যায় ও টেক্সট পরিবর্তন কঠিন কিছু নয়; এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। পাঠ্যক্রমের কাঠামোতে উদ্দেশ্যমতো নমনীয়তা সৃষ্টি, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যাস ও স্বভাবের পরিবর্তন বিষয়ে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অঙ্গীভূত করে উভয় শিক্ষাকেই একসাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

দেশে অনেক কিছু সংস্কার করার পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাব্যাবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না; যদিও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারই অগ্রাধিকারযোগ্য; নইলে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও শিক্ষাহীনতা অন্য সংস্কারকে পথহারা অন্ধকারের চাদরে ঢেকে দিতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থা, নীতি-নির্ধারণ, এর নিয়ন্ত্রণ, পুরো শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধন, বাস্তবায়ন প্রভৃতির জন্য একটি শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা অনেকদিন থেকে বারবার বলা হচ্ছে। বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের কানের কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে, জানা নেই। একমাত্র শিক্ষার উন্নয়নই সব উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে এদেশে যারা ভাবেন, তারা সরকারের এই আধা-সংস্কার প্রক্রিয়ায় খুব আশাহত।

৩.

বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পারস্পরিক দোষারোপ, মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন, সীমাহীন অপপ্রচার এদেশের সাধারণ মানুষসহ সবাইকে শঙ্কিত করে তুলেছে। তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন-লিপ্সু শাসন বিস্তারের খায়েশ সেই ব্রিটিশ সরকার এদেশ দখলে নেওয়ার পর থেকে। এদেশে বসবাসরত হিন্দুত্ববাদের গোলাম ছাড়া বিষয়টা প্রত্যেক সচেতন মানুষ বোঝে। এ ছাড়া জাত্যাভিমান ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীর বর্ণবৈষম্যবাদ রীতি-প্রথা ও বুভুক্ষু আধিপত্যবাদী মানসিকতা পুরাকালের সুলতানি আমল থেকে জাজ্বল্যমান। তাদের এক-পক্ষীয় স্বার্থবাদী স্বভাব সম্বন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই সচেতন। তারা আর্যদের সংস্পর্শে এসে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। সেজন্য ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত অচ্ছুৎ ও

যবন নামধারি মুসলমান সম্প্রদায় বরাবরই নিজেদেরকে বর্ণবৈসম্যবাদ ও বহুত্ববাদ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে। একমাত্র এ কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পরে আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্র-হিন্দুত্ববাদ থেকে সাধারণ সনাতনী হিন্দুধর্মের লোকজনকে পৃথক করে দেখি, তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ি, মিলেমিশে একসাথে থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদি আর্য সম্প্রদায় উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিষ অনার্য হিন্দুসমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে একাকার করে ফেলেছে। তাদের মনের ইচ্ছে ভারতবর্ষকে মুসলমানমুক্ত করা। তাই কোনো দেশপ্রেমী বাংলাদেশি তো নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যবাদ মেনে নেওয়ার কথা না। অসুবিধা হচ্ছে, হিন্দুত্ববাদের এদেশীয় গোলাম দেশপ্রেমের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রভুদের জন্য উজাড় করে এদেশকে অবিভক্ত ভারত তৈরির বাসনা মনে মনে পুষে রাখলে বাদবাকি মানুষের কীই-বা বলার থাকতে পারে। 'খলের কখনো ছলের অভাব হয় না'। গোলামদের কারণে সৃষ্ট আমাদের দুর্বলতার সুযোগ উগ্র হিন্দুত্ববাদী দেশ পুরোটাই গ্রহণ করেছে। বর্তমানে তারা বাংলাদেশকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৌশলগত চলাফেরার অবাধ পশ্চাৎভূমি হিসেবে দেখতে চায়; অথচ তাদের গোলাম সিংহাসনচ্যুৎ। এটা তাদের জন্য অসহনীয়। এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিদ্যমান থাক বা না-থাক, তাদের ও তাদের গোলামদের বিবেচনার বিষয় নয়। এসব স্বার্থ উদ্ধার করতে তারা জোটবদ্ধভাবে ভিন্নপথে সীমাহীন অপপ্রচারে নেমেছে। এদেশীয় পোষা গোলাম এখন তাদেরই আস্তানায় বসে তাদের তল্পিবাহক হয়ে কাজ করছে।

তাদের উস্কানিতে আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্প্রদায়িক দাংগা না বাধিয়ে সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটা প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টাকে সম্মান জানাই। নইলে আগ বাড়িয়ে কিছু না করে কিছুদিন দূরে থাকাই শ্রেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। তারা বর্তমানে যে সরকারই ক্ষমতায় থাক বা ক্ষমতায় আসুক, তাদের গোলামকে এদেশে চাহিদামতো জায়গা না করে দেওয়া পর্যন্ত এ অপপ্রচার ও অত্যাচার অব্যাহতরূপে চলতে থাকবে। স্ট্র্যাটেজিক কারণে গোলামকে এদেশে জায়গা করে দেওয়া যাবে না। এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, তারা হারতে বাধ্য। মিথ্যার ওপর ভর করে বেশিদূর যাওয়া যায় না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সমস্ত মানসিক শক্তি একই কাজে ব্যয় না করে নিজেদের প্রতি দেশের জনগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। তারা বড়জোর পশ্চিমা মুসলিমবিদ্বেষী শক্তির কাছে আমাদের মৌলবাদী বলে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। আমাদেরও কুটনৈতিকভাবে সুদক্ষ জনবল সত্য প্রকাশের জন্য জাতিসংঘসহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে পাঠাতে হবে; এদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনারদের সাথে বসে যুক্তি দিয়ে সত্য প্রকাশ করতে হবে এবং প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, হিন্দু ধর্মের কেউ কেউ যখন পতিত শক্তির নেতা-পাতিনেতা হয়ে স্বদেশি জনগণের রক্ত চোষে ও বিরোধী দলের প্রতি অন্যায়-অপরাধ-নির্যাতন করে, তারা তখন সে দলের শক্তিশালী নেতা পরিচয়েই করে। যখনই তারা জন-আক্রোশের শিকার হয় বা বিচারের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সংখ্যালঘু পরিচয় দিয়ে পানি ঘোলা করে। এদেশে হিন্দু ধর্মের জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য আরো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মিলেমিশে বসবাস করে, তাদের ওপর তো কোনো নির্যাতনের অভিযোগ কখনো ওঠে না। সুতরাং ভারতের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে বিবেচিত। প্রকৃত সত্য হলো: হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতকে নিজের দেশ এবং এদেশকে শশুরের দেশ বলে মনে করে। এটা তাদের মানসিক বিকৃতি।

(১২ ডিসেম্বর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

লেখক: অধ্যাপক, সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web: pathorekhahasnan.com